পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনি বললেন-
তসলিমা নাসরিনের দেশে যেতে কোন বাঁধা নেই

বর্ণমালা নিউজ,নিউইয়র্ক: পররাষ্ট্র মন্ত্রী দীপু মনি বলেছেন, তসলিমা নাসরিনের দেশে ফেরার বিষয়ে সরকারের কোন আপত্তি নেই। তবে তার নিরাপত্তার বিষয়টি দেখতে হবে। নিউইয়র্কের বাংলা গণমাধ্যমের সাংবাদিকদেও পররাষ্ট্র মন্ত্রী আরও বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবসহ জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা হয়েছে। বাংলাদেশ কিভাবে এই বিচার সম্পাদন করবে তা অবহিত করা হয়েছে তাদের। তিনি বলেন, জাতিসংঘ কর্মকর্তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান তারাও। আইনগত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তারা জনতে চেয়েছেন। এসব বিষয়ে তারা কি সহযোগিতা করতে পারেন সেটাও জানতে চেয়েছি আমরা। তবে এই বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে তাড়াহুড়া করা ঠিক হবে না। এতে এর গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ডাঃ আব্দুল মোমেনকে নিয়োগ দেয়ার বিষয় তাঁর জানা নেই। সৌদি সরকারের কাছে ডঃ মোমেনের নাম প্রস্তাব হয়েছে কিনা অপর এক প্রশ্নের জবাবে সে সম্পর্কেও তার অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই ফোন করে ডঃ মোমেনকে সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত হওয়ার সুপারিশ করেছেন। যার প্রেক্ষিতে এখন বাংলাদেশে অবস্থান করছেন তিনি।

গত ২৬ শুক্রবার জাতিসংঘ বাংলাদেশ মিশনে আয়োজন করা হয় এই সাংবাদিক সম্মেলনের। এতে অন্যান্যের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা ডঃ মশিউর রহমান, জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত ইসমত জাহান উপস্থিত ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, আমাদের তিনদিকেই ভারত সীমান্ত। এই হিসেবে আমাদের স্বার্থেই ভারতের সাথে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক প্রয়োজন। কারণ তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য সংস্কৃতি সহ বহুমাত্রিক সম্পর্ক রয়েছে। আর অমীমাংসিত বিষয়গুলোকে আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে মীমাংসা করে এই অঞ্চলের বিরাট সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। এই অঞ্চলের মধ্যেসমন্বয়হীনতা রয়েছে। এটাকে দূর করতে হবে এই অঞ্চলের উন্নয়নের স্বার্থে।

সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান জেনারেল মইনকে কূটনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এবিষয়ে আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

সম্প্রতি তার উপস্থিতিতে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত পিনাক রঞ্জনের বক্তব্যের বিষয়ে তিনি নীরব কেন ? প্রশ্ন করা হলে দীপু মনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে একজন দূতের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া দেয়ার প্রয়োজন নেই। বড়জোড় মন্ত্রণালয়ের ডিজি এর উত্তর দিতে পারেন।

বিএনপি সরকারের সময় বিভিন্ন মিশনে দেয়া কূটনীতিকদের সরিয়ে দেয়ার কোন চিন্তা আছে কিনা প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রাজনৈতিক বিবেচনায় চাকুরী দেয়া হয়েছিল তাদের কেউ আর নেই। তবে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের বিএনপি-জামাতের কূটনীতিক বলা ঠিক হবে না। তবে কেউ চাকুরীর নিয়ম ভঙ্গ করলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

তসলিমার অভিযোগ-
কনস্যুলেট অফিস পাসপোর্ট রিনিউ করে দেয় না

বর্ণমালা নিউজ, নিউইয়র্ক : তার দেশে যাবার বেলায় কোন বাঁধা নেই-একথা জিজ্ঞেস করলে তসলিমা নাসরিন বলেন, যাবো কিভাবে? কনস্যুলেট অফিস তো আমার পাসপোর্ট রিনিউ করে দেয় না। গত ২৮ জুন সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে বর্ণমালার প্রতিনিধির সাথে আলাপে বিতর্কিত লেখিকা তসলিমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো তিনি কি জানেন নিউইয়র্কক সফরে আসা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন তার দেশে ফিরে যাবার বেলায় কোন বাঁধা নেই। একথা শুনেই তসলিমা বললেন, দেশে যাবার ভীষণ ইচ্ছে করছে- ১৫ বছর ধরে দেশে যেতে পারছি না। কিন্তু যাবো কিভাবে? কোন দেশেই বাংলাদেশের দূতাবাস বা কনস্যুলেটে আমার বাংলাদেশী পাসপোর্ট রিনিউ করে দেয় না। নিউইয়র্ক কনস্যুলেটেও আগে বেশ ক'বার গিয়েছিলাম, কিন্তু তারা ফিরিয়ে দিয়েছে আমাকে।

মুক্তধারার বই মেলা ও আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব সবার মন কেড়েছে

বর্ণমালা নিউজ, নিউইয়র্ক: মুক্তধারা ফাউন্ডেশন আয়োজিত তিন দিনব্যাপী বই মেলা ও আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসবের উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা: দিপু মনি। গত ২৬, ২৭ ও ২৮ জুন নিউইয়র্কের কুইন্সের জ্যাকসন হাইটসের পিএস ৬৯ এ অনুষ্ঠিত বই মেলা ও আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব সবার মন কাড়লেও বই মেলার ১৮ বছরকে সামনে রেখে আয়োজিত মেলায় বইয়ের স্টলের স্বল্পতা মেলাকে কিছুটা হলেও ম্লান করেছে।

মেলায় যোগ দিতে এসেছিলেন কথা শিল্পী হাসান আজিজুল হক, সস্ত্রীক এসেছিলেন জনপ্রিয় উপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদ. কলকাতার সমরেশ মজুমদার। মেলার সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করে চ্যানেল আই ক্ষুদে গানরাজরা, ঢাকার শিল্পী নকুল কুমার ও শাওনও গান গেয়েছেন। প্রবাসের শিল্পী তাজুল ইমাম, রথীন্দ্রনাথ রায়, শহীদ হাসান, উমা খান, সেলিমা আশরাফকে নিয়ে একটি চমৎকার কথামালার সঙ্গীত পর্ব পরিচালনা করেন জি এম আরজু।

বই অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে সংস্কৃতি ও কুটির শিল্পমেলায় পরিণত হয়েছিলো মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের এবারের আয়োজন।

নিউইয়র্কে রিকশা চালকের আয় দিনে ৪০০ ডলার!

বর্ণমালা নিউজ, নিউইয়র্ক: চরম আর্থিক মন্দায় আমেরিকায় যখন চাকুরীর বাজার ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে আসছে এবং বেকারত্ব গ্রাস করছে চারিদিকে তখন নিউইয়র্কে রিকশা চালিয়ে দিনে ৪০০ ডলার আয় করছেন কেউ কেউ।

ম্যানহাটানের আলোঝলমলে টাইম স্কোয়ারে দেখা পাবেন এসব ভাগ্যবান রিকশা চালকদের। প্যান্ট-শার্ট পড়া আধুনিক সাজের এসব রিকশা চালকদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ।আর তাদের যাত্রীদের সিংহভাগই হচ্ছে বিশ্বের রাজধানীতে আসা পর্যটক।

টাইম স্কোয়ারের পাশাপাশি সেন্ট্রাল পার্কেও দেখা যায় এসব রিকশার ভীড়। ম্যানহাটানের একটি ব্লক অতিক্রম করতে এসব রিকশায় ভাড়া গুনতে হয় গড়পড়তা এক ডলার করে। আর সেন্ট্রাল পার্কে ১ ঘন্টা এই রিকশা চড়তে আপনাকে দিতে হবে ৬০ ডলার।

পরিবেশ বান্ধব যান হিসাবে এসব রিকশা যার আনুষ্ঠানিক নাম 'পেডিক্যাব' দিন দিন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে যান্ত্রিকতার মহানগর নিউইয়র্কের প্রাণকেন্দ্র ম্যানহাটানে। চড়তে চড়তে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাবার মাঝের সময়টুকু নির্মল বায়ু সেবনের সুযোগ নিতে অনেকেই এখন বেছে নিচ্ছেন পেডিক্যাব বা রিকশা - তবে এই বিলাসিতায় যোগ দেয়া সম্ভব না স্বল্প আয়ের মানুষের।

একযুগ আগে প্রথম রাস্তায় নেমেছিলো এই রিকশা বা পেডিক্যাব। একটি দুটি করে এখন ম্যানহাটানে এক হাজারেরও বেশী রিকশা চলছে। একটির দাম পরে ৪ হাজার ডলার। বেশ কটি কোম্পানী গড়ে উঠেছে ম্যানহাটানে এই রিকশা পরিবহন নিয়ে। এর মধ্যে 'রেভ্যুলেশন রিকশা' নামে প্রতিষ্ঠানটি অন্যতম। কোম্পানীর কাছ থেকে ১৮০ ডলারে ভাড়া নিয়ে দৈনিক কমপক্ষে ২০০-৪০০ ডলার আয় করা যায়। অবশ্য ভীষন পরিশ্রমীরাই ৪০০ ডলার পর্যন্ত আয় কর্তে পারেন।

এদিকে ক্রমবর্ধমান হারে রিকশার সংখ্যা বেড়ে যাওয়াকে সিটি কর্তৃপক্ষ রিকশার ইন্সুরেন্স প্রবর্তন করতে যাচ্ছে এবং ইন্সপেকশন পাশের পদ্ধতি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধান চালু করবে।